মেহেরপুরে পালিত হলো বিশ্ব পরিযায়ী পাখি দিবস-২০২৪

‘পোকা মাকড় রক্ষা করে পাখির জীবন’ এই প্রতিপাদ্য বিষয়কে সামনে নিয়ে মেহেরপুরে অনুষ্ঠিত হলো বিশ্ব পরিযায়ী পাখি দিবস-২০২৪।

আজ শনিবার (১২ অক্টোবর) সকাল ১০ টার সময় মেহেরপুরের ফতেহপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পরিযায়ী পাখি রক্ষা বিষয়ে আলোচনা সভা ও চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

মেহেরপুর ফাউন্ডেশন এর আয়োজনে সংস্থার নির্বাহী পরিচালক নাসের চৌধুরী এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত অলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন ফতেপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আবুল কালাম ওয়াদুদ, পিজেইউএস এর নির্বাহী পরিচালক গোলাম কিবরিয়া।

এ সময় বক্তারা বলেন, শীতের শুরুতে বিভিন্ন অতিথি পাখি আমাদের এখানে আগমন ঘটে। অতিথি পাখি অনেক দুর দুরান্ত থেকে এসে আমাদের পর্যটকদের আনন্দ দেয়। অতিথি পাখি বিভিন্ন ক্ষতিকর পোকা মাকড় খেয়ে থাকে। এর ফলে আমাদের ফসল উৎপাদন অনেক বৃদ্ধি পায়। ফসলে কীটনাশক ব্যবহার করার ফলে অনেক অতিথি পাখি মারা যায়। এক শ্রেণির পাখি শিকারি বিভিন্ন মাধ্যমে অতিথি পাখিদের হত্যা করে। আমাদের উচিত অতিথি পাখি সংরক্ষনে এগিয়ে আসা।

আলোচনা সভা শেষে চিত্রাংকন প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মধ্যে পুরুষ্কার বিতরণ করা হয়।

মেহেরপুরে জামায়াতে ইসলামীর উদ্যোগে ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প

মেহেরপুর সদর উপজেলার ঝাউবাড়িয়াতে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর উদ্যোগে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ শনিবার সকাল নয়টার সময় ঝাওবাড়িয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে আশপাশ এলাকার গরিব অসহায় মানুষের মাঝে ফ্রি চিকিৎসা সেবা ও ঔষধ বিতরণ করা হয়েছে।

ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্পে আশপাশ এলাকার শতাধিক রোগীকে গাইনী, মেডিসিন, দন্ত, শিশু ও থেরাপি রোগের চিকিৎসা প্রদান করা হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা জামায়াতে ইসলামী আমির মাওলানা তাজ উদ্দিন খান।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডা. আব্দুস সালাম, ডা. আনিসুর রহমান, ডেন্টিস্ট আব্দুল আল মামুন, মেহেরপুর সদর থানা জামায়াতের আমির সোহেল রানা, জামায়েত ইসলামী রাজনৈতিক সেক্রেটারি আসাদুজ্জামান সহ নেতাকর্মীরা ।

গাংনীতে জমি বিরোধ সংঘর্ষে ননদ-ভাবি খুন, ঘাতক ওহিদ আটক

পৈতৃক সম্পত্তি ভাগাভাগি সংক্রান্ত বিরোধের জের ধরে ছোট ভাইয়ের হাতে বোন জোসনা খাতুন ও ভাবি স্কুল শিক্ষিকা জাকিউল ইলমা নামের দুই নারীকে রামদা দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে।

আজ শনিবার (১২ অক্টোবর) সকাল ১১ টার সময় গাংনী উপজেলার সানঘাট গ্রামের দাড়েরপাড়া এলাকায় এই ঘটনা ঘটে।
নিহতরা হলেন, সানঘাট গ্রামের জাহিদ হোসেনের স্ত্রী ও গাংনী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারি শিক্ষিকা জাকিউল ইলমা (৪৫) ও চুয়াডাঙ্গার বোয়ালিয়া গ্রামের হাফিজুল ইসলামের স্ত্রী জোছনা খাতুন (৫৫)।

এ ঘটনায় আহত হয়েছেন নিহত জাকিউল ইলমার স্বামী জাহিদ হোসেন ও অন্য বোন শামীমা আক্তার। আহতরা কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

নিহত জাকিউল ইলমা ঘাতক অহিদ ইসলাম ওরফে মহিবুল ইসলাম ওহিদের মেজ

ভাইয়ের স্ত্রী ও জোছনা খাতুন তার বড় বোন।

জমি সংক্রান্ত বিরোধের জের ধরে বড় ভাই মহিবুল ইসলাম অহিদ রামদা দিয়ে কুপিয়ে এই হত্যাকান্ড ঘটিয়ে নির্বিঘ্নে পালিয়ে যাবার সময় মেহেরপুর সদরের আমঝুপি বাজার থেকে গাংনী থানা ও মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবির) একটি টিম তাকে আটক করেছে।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) তাজুল ইসলাম হত্যা ও আটকের তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

নিহত জোসনার চাচাত ভাই টোকন জানান, পৈতৃকি সম্পত্তি নিয়ে ভাই বোনদের মধ্যে দীর্ঘদিন যাবৎ মামলা মোকদ্দমা চলে আসছিলো। আজ সকালে নিহত জোছনা খাতুন অপর বোন শামীমা খাতুন পিতার ১ একর ২৭ শতক জমির পুকুরে মাছ ছাড়তে এসেছিলেন। সকালে সবাই মিলে বাড়িতে মিমাংসায় বসেছিলেন। মিমাংসার এক পর্যায় বোন জোছনা খাতুন, শামীমা খাতুন, মেঝো ভাই জাহিদ ও তার স্ত্রী জাকিউল ইলমা পুকুরে মাছ ছাড়তে যান। এসময় মহিবুল ইসলাম ওহিদ ধারাল রামদা দিয়ে তাদের একের পর এক কোপাতে থাকেন। এতে ঘটনাস্থলেই নিহত হন বোন জোছনা খাতুন ও ভাইয়ের স্ত্রী গাংনী মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক (বরখাস্ত) জাকিউল ইলমা। এসময় গুরুতর আহত হন অপর বোন শামীমা খাতুন ও ভাই জাহিদ হোসেন।

ঘাতক মহিবুল ইসলাম ওহিদ সানঘাট পল্লী উন্নয়ন সংস্থা নামের একটি সংস্থার নির্বাহী পরিচালক ও সানঘাট গ্রামের আব্দুল আজিজের ছেলে।

প্রতিবেশী তোহিদুল ইসলাম জানান, আব্দুল আজিজের প্রায় ৩০ বিঘা জমি। ৩ ছেলে ও ৩ মেয়ে। এদের মধ্যে ঘাতক মহিবুল ইসলাম সবার ছোট। বাবা মারা যাবার সময় আব্দুল আজিজ তার স্ত্রী রশিদা খাতুনকে ১১ বিঘা জমি রেজিস্ট্রি দিয়ে গেছেন। মায়ের ১১ বিঘা জমি নিজ নামে নেওয়ার জন্য মহিবুল ইসলাম দীর্ঘদিন যাবৎ চেষ্টা চালিয়ে আসছেন। এছাড়া বাড়ির ১ একর ২৮ শতক জমির পুকুর আওয়ামী লীগের দলীয় ক্ষমতায় জোর দখল করে মাছ চাষ করে আসছিল। এনিয়ে গ্রামের মন্ডল মাতব্বর নিয়ে একাধিকবার শালিস বৈঠক অনুষ্ঠিত হলেও কোনো সমাধান হয়নি।

এনিয়ে মহিবুল ইসলাম ওহিদ তার ভাই ও বোনদের নামে গাংনী থানা ও মেহেরপুর আদালতে একাধিক মামলা দিয়েছেন। তার মামলায় নিহত জাকিউল ইলমা এর আগে বরখাস্ত হয়েছেন।

নিহত জোছনা খাতুনের স্বামী হাফিজুল ইসলাম বলেন, মহিবুল ইসলাম গাংনী উপজেলা শহরের ১৮ শতক জমি ও বাড়ির ১ একর ২৮ শতক জমির পুকুর একাই দখল করে আছেন। এছাড়া আমার শাশুড়ির ১১ বিঘা জমি দখলে রেখেছে ছোট ভাই ওহিদ। এনিয়ে সে কয়েকটি মামলা করেছে। আজ সকালে আমি আর আমার স্ত্রী জোছনা খাতুন সানঘাট গ্রামে আসি। বাড়িতে সবাই বসে মিমাংসার চেষ্টা চালানো হচ্ছিল। ওহিদ এই পুকুরটি বিগত চার বছর যাবৎ একাই মাছ চাষ করছিলেন। সবার দাবি ছিল এই চার বছর বাকি ভাই বোন চাষ করবে। এক পর্যায়ে মাছ ছাড়ার কথা বললে সে তার ব্যাগে থাকা ধারালো অস্ত্র দিয়ে একের পর এক এলোপাতাড়ি কোপাতে থাকেন। ঘটনাস্থলেই দুজন নিহত হওয়ার পর সে পালিয়ে যায়।

প্রতিবেশী তহিদুল ইসলাম জানান, ভাই বোনের জমির ভাগাভাগিকে কেন্দ্র করে এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিরা একাধিকবার শালিস বৈঠক করেছেন। ভাই বোনরা ওহিদ ২ এক বিঘা জমি বেশী দিয়ে তাদের ফ্যাসাদ মেটানোর চেষ্টা করেছেন। তারপরেও ওহিদ সেটা মেনে নেয়নি। নিজেকে আওয়ামীলী কর্মী দাবি করে সে জোর করে একাই ভোগ করছে পিতার রেখে যাওয়া পুকুর, মাঠের জমি ও গাংনীর বাড়ি। তিনি আরও বলেন, ওহিদ ভাই বোনের নামে একাধিক মামলা দিয়ে তাদের বিভিন্ন সময়ে হয়রানি ও নির্যাতন করেছে। শুধু ভাই বোনকেই নয়, এলাকার অনেক মানুষকে সে মামলা দিয়ে হয়রানি করেছে। সে যখন গাংনী থেকে গ্রামে আসে তার ব্যাগের মধ্যে সব সময় রামদা ও বড় সাইজের দা থাকে। ভাই বোন কিছু বললে তাদের হত্যা করবে বলে হুমকী দিয়ে আসছিল।

খবর পেয়ে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আব্দুল করিম, গাংনী থানার ওসি তাজুল ইসলাম, গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার প্রীতম সাহা, সেনবাহিনীর ক্যাপ্টেন রওশন ও র্যাব—১২ গাংনী ক্যাম্পের একটি টিম ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন।

গাংনী থানার ওসি তাজুল ইসলাম বলেন, মরদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য মর্গে নেয়া হয়।

হত্যার ঘটনা ঘটানোর পর ঘাতক মহিবুল ইসলাম ওহিদ পালিয়ে যাচ্ছিল। গাংনী থানা পুলিশ ও মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা পুলিশের যৌথ টিম সদর উপজেলার আমঝুপি এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাকে আটক করেন। মহিবুল ইসলাম ওহিদ আহত হওয়ায় তাকে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসা দেয়া হচ্ছে।

মেহেরপুর অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আব্দুল করিম বলেন, দুই নারীকে

রামদা দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে। পৈত্তিক সম্পত্তি ভাগবন্টন নিয়ে দীর্ঘদিনের বিরোধে এ হত্যাকান্ড ঘটেছে বলে আমরা প্রাথমিক তদন্তে জানতে পেরেছি।

গাংনীতে ৬ টি পূজা মন্ডপ পরিদর্শন করেছেন সাবেক এমপি আমজাদ হোসেন

মেহেরপুর জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক এমপি আমজাদ হোসেন বলেন, সনাতনী ধর্মালম্বীদের শারদীয় দূর্গোৎসব নির্বিঘ্নে, নিরাপত্তা, শান্তি শৃংখলা ও সামাজিক বন্ধনের মধ্যে দিয়ে পালন করতে বিএনপির নেতৃবৃন্দকে নির্দেশ দিয়েছেন দেশ নায়ক তারেক রহমান।

গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যার পর তিনি দলীয় নেতা কর্মীদের সাথে নিয়ে গাংনী উপজেলার বিভিন্ন মন্ডপ পরিদর্শন কালে এসব কথা বলেন তিনি।

সাবেক এমপি আমজাদ হোসেন গাংনী উপজেলার রায়পুর দাশপাড়া কালি মন্দির পূজা মন্ডপ, চাঁদপুর দাশপাড়া কালি মন্দির পূজা মন্ডপ, আমতৈল কাল মন্দির পূজা মন্ডপ, ভোলাডাঙ্গা কালি মন্দির পূজা মন্ডপ, মানিকদিয়া কালি মন্দির পূজা মন্ডপ, শিমুলতলা কালি মন্দির পূজা মন্ডপ, ষোলটাকা কালি মন্দির পূজা মন্ডপ পরিদর্শন করেন।

এসময় সনাতন ধর্মাবলম্বীদের পুজা মন্ডপের নেতৃবৃন্দের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন ও ব্যক্তিগত তহবিল থেকে পুজা কমিটির সভাপতি ও সম্পাদকদের হাতে আর্থিক অনুদান তুলে দেন।
এসময় রাইপুর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি নাসির উদ্দিন, উপজেলা বিএনপির সাংস্কৃতিক বিষয়ক ও রাইপুর ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক রবিউল ইসলাম, পৌর বিএনপির সিনিয়র সহসভাপতি আব্দুল্লাহিল মারুফ পলাশ, পৌর বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক মোস্তাফিজুর রহমান বাবলু, ষোলটাকা ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি আল হেলাল, সাংগাঠনিক সম্পাদক ফরমান আলী, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আব্দুল গাফ্ফার, গাংনী পৌর বিএনপির সাংগাঠনিক সস্পাদক ইয়ামিন আলী বাবলু, পৌর বিএনপির যুগ্ম

জাতীয়তাবাদী দলের নেতৃবৃন্দ পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি দেন তিনি।

আমজাদ হোসেন আরো বলেন, মায়ের প্রতি ভালোবাসা ও শ্রদ্ধাবোধের যায়গা থেকে হাজারো দু:খ কষ্টের মধ্যে থেকেও তারা শারদীয় দূর্গোৎসবের আয়োজন করে থাকেন সনাতনীরা।

তারেক রহমানের নির্দেশ দিয়েছেন কোথাও যেনো কোনো দু:স্কৃতিকারি দুর্ঘটনা ঘটাতে না পারে সেজন্য সবাইকে সজাগ থাকার আহবান জানিয়েছেন।

মেহেরপুর হোটেল বাজার ব্যবসায়ী সমিতির আহ্বায়ক কমিটি গঠন

মেহেরপুর হোটেল বাজার ব্যবসায়ী সমিতির আয়োজনে এক বর্ধিত সভায় ৫ সদস্যের আহ্বায়ক কমিটি গঠিত হয়। গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যা ৭ টার দিকে মেহেরপুর পৌর কমিউনিটি সেন্টারে এ কমিটি গঠন করা হয়।

ব্যবসায়ী মোঃ শামীমুল ইসলামকে আহ্বায়ক এবং মোঃ তৌফিকুর রহমানকে যুগ্ন-আহ্বায়ক করে গঠিত কমিটির সদস্যরা হলেন মোঃ হাসেম আলী, মোঃ সালাউদ্দিন (ভোলা) এবং মোঃ মামুনুর রশিদ। দেশের চলমান পরিস্থিতিতে বাজারের শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় ও ব্যবসায়ীদের নির্বিঘ্নে ব্যবসা বাণিজ্য পরিচালনায় সহযোগিতা প্রদানের লক্ষে বর্ধিত সভা অনুষ্টিত হয়।

বর্ধিত সভার সভাপতিত্ব করেন হোটেল বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সাবেক সভাপতি মোঃ আব্দুল হান্নান। এছাড়াও এসময়, হোটেল বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সাবেক সাধারণ সম্পাদক মোঃ জাহিদ ইকবাল সিমন, ব্যবসায়ী মোঃ মমিনুল ইসলাম, মোঃ আলী আকবর, মোঃ হাসান রসুল, আবু হোসেন কাকন, মোঃ রাশেদ খান, মোঃ বিল্লাল হোসেন মিঠু প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে বিশ্ব ডিম দিবস পালিত

“ডিমে পুষ্টি ডিমে শক্তি, ডিমে আছে রোগ মুক্তি এ প্রতিপাদ্যকে ধারন করে মেহেরপুরে বিশ্ব ডিম দিবস পালিত হয়েছে।

গতকাল শুক্রবার সকাল ১০ টাই মেহেরপুর জেলা প্রাণিসম্পদ অফিসের উদ্যোগে বিশ্ব ডিম দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা ও র্যালি আয়োজন করা হয়।

সদর উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিসার (ভারপ্রাপ্ত), ডাঃ সৈয়দ ছাকিবুল ইসলামের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন আবু বক্কর, আরিফুল আলম রফিকুল ইসলাম প্রমূখ। পরে সেখানে ডিম খাওয়ানোর উদ্বোধন করা হয়।

মেহেরপুর পৌর বিএনপির উদ্যোগে পূজামণ্ডপ পরিদর্শন ও পুরোহিতদের উপহার প্রদান

মেহেরপুরে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব শারদীয় দূর্গাপূজার বিভিন্ন মণ্ডপ পরিদর্শন করেছেন মেহেরপুর পৌর বিএনপি নেতারা।

গতকাল শুক্রবার রাতে মেহেরপুর পৌর বিএনপির সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাসের নেতৃত্বে বিএনপির নেতৃবৃন্দরা পূজা মণ্ডপ পরিদর্শন করেন।

এসময় উপস্থিত ছিলেন পৌর বিএনপির সহসভাপতি হাবিব ইকবাল, আব্দুস

ছামাদ, বিএনপি নেতা ও সাবেক কমিশনার মনি, মেহেরপুর জেলা জাসাসের সভাপতি মাহফুজুর রহমান অশেষ, জেলা যুবদলের সভাপতি জাহিদুল হক, যুবদল নেতা ঈমন বিশ্বাস প্রমূখ।

এ সময় মন্দিরের পুরোহিতদের হাতে দূর্গা উৎসব উপলক্ষে উপহার তুলে দেন মেহেরপুর পৌর বিএনপির সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস।

এ বিষয়ে হরিসভা মন্দিরের পুরোহিত শ্রী শ্যামল ভট্টাচার্য বলেন, পূজা উপলক্ষে জাহাঙ্গীর বিশ্বাসের এ উপহার আমাকে গর্বিত করেছে। আমি তার সফলতা সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু প্রার্থনা করছি। বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিষ্টান ঐক্যের মেহেরপুর জেলা শাখার আহবায়ক শ্রী মাধব ভাস্কর বলেন, মেহেরপুর জেলার ৩৮ টি পূজামণ্ডপে দুর্গা উৎসব সুন্দর ও সাবলীলভাবে পালিত হচ্ছে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও স্থানীয় সকল জাতিধর্মের মানুষ আমাদের সহযোগিতা করছে। হরিসভা মন্দিরের সভাপতি শ্রী রণজিৎ দাস বলেন, পূজা অর্চনা ভালো হচ্ছে। সমাজের সকল শ্রেণীপেশার মানুষ মন্দিরে এসে সার্বিক খোঁজখবর নিচ্ছেন।

মেহেরপুরের রাজনগরে বাড়ীর সীমানা প্রাচীর ভাংচুরের অভিযোগ

মেহেরপুর সদরের রাজনগরে বাড়ীর সীমানা প্রাচীর ও টিনসেড ভাংচুরের অভিযোগ তুলেছে রাজনগর গ্রামের ভিতর পাড়ার মিয়ারুল ইসলাম (৫০) ও ভিকু(৫৫) নামের দুই সহোদর।

মিয়ারুল ইসলাম ও ভিকু মেহেরপুর সদর উপজেলার রাজনগর গ্রামের ভিতর পাড়ার মৃত মনোরদ্দীনের ছেলে। অভিযোগ সুত্রে জানা যায়, গত বৃহস্পতিবার দিনগত রাত আনুমানিক দেড় টার দিকে রাজনগর গ্রামের আব্দুল ওহাবের ছেলে হাবিব, মনিরুল ও জহিরুল রাতের আঁধারে তাদের বাড়ীর সীমানা প্রাচীর ভেঙে ফেলে দেয় এবং বাড়ীর উঠানে থাকা একটি টিনের চালা ও টিনের বেড়া ভেঙে ফেলে দেয়। এবিষয়ে মিয়ারুল ইসলাম

বলেন, হাবিব আমার চাচাতো ভাই গত ০৭/০৮/২৪ ইং তারিখে হাবিব আমাদের দু’ভাইকে মারধর করে এবং বাড়ীর সীমানা প্রাচীর ভেঙে ফেলে। এবিষয়ে থানায় আমরা এজাহার দাখিল করেছি। আবার গতরাতে তারা তিন ভাই ও ভাইয়ের ছেলে মিলে বাড়ীর পশ্চিম দিকের সীমানা প্রাচীর ও টিনসেড ভাংচুর করে।

তিনি আরও বলেন, ওরা আমার চাচাতো ভাই। এটা আমাদের বাপ-দাদার ভিটা। এখানে মোট জমির পরিমাণ ২৮ শতক। এর মধ্যে আমার দাদা মৃত সাদের আলীর অংশ ১৪ শতক এবং হাবিবের দাদা মৃত আবদুল কাদেরের ১৪ শতক। এখন তারা জোর পূর্বক আমাদের জমির ওপর দিয়ে যাতায়াতের রাস্তা করতে চায়। এজন্য তারা আমাদের সীমানা প্রাচীর ভাংচুর করেছে। এবিষয়ে হাবিব বলেন, ওদের জমির দক্ষিণ অংশে আমাদের যাতায়াতের জন্য ১৬ ফুট রাস্তা ছিল। ২৫ বছর আগে চল্লিশ হাজার টাকার বিনিময়ে ঐ রাস্তা কেনা হয়েছে। এই পথেই আমরা যাতায়াত করতাম। কিন্তু ২০১৪ সালে ক্ষমতার দাপট দেখিয়ে তারা ঐ রাস্তা প্রাচীর দিয়ে অবরুদ্ধ করে দেয়। তারা আমার পরিবারের উপর অনেক নির্যাতন চালিয়েছে। এবং ২৯/০১/২০ ইং তারিখে পুর্ব শত্রুতার জেরে তারা লোহার রড, লাঠি সোঁটা নিয়ে আমাদের বাড়ীতে অনুপ্রবেশ করে আমার মা ও ছোট ভাইকে পিটিয়ে রক্তাক্ত জখম করে।

এবিষয়ে আদালতে একটি মামলা চলমান আছে। প্রতিবেশীরা বলেন, ঐদিক দিয়ে একটা রাস্তা ছিল সেটা আমরা দেখেছি। আওয়ামী শাসন আমলে তারা প্রভাব খাঁটিয়ে সেই রাস্তা বন্ধ করে প্রাচীর দিয়ে ঘিরে দেয়। এখন এরা তার বদলা নিচ্ছে।

মেহেরপুর জেলা বিএনপির একাংশের পূজামন্ডপ পরিদর্শন

মেহেরপুর জেলা বিএনপির একাংশের উদ্যোগে শারদীয় দুর্গা উৎসব-২০২৪ উপলক্ষে মেহেরপুর জেলার বিভিন্ন পূজা মন্দির পরিদর্শন করা হয়েছে।

গতকাল শুক্রবার রাত ৮ টার দিকে জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি আলমগীর খান ছাতু মেহেরপুর শহরের বিভিন্ন পূজা মন্ডপ পরিদর্শন করেন।

পূজামন্ডপ পরিদর্শনকালে জেলা বিএনপির সহ-সভাপতি আলমগীর খান ছাতু সকলকে শারদীয়া শুভেচ্ছা জ্ঞাপন ও উৎসবমুখর পরিবেশে সকলকে পূজা উদযাপনের আহবান জানান।

এসময় জেলা বিএনপি’র সহ-সভাপতি ওমর ফারুক, যুগ্ম সম্পাদক ফয়েজ মোহাম্মদ, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক মিজান মেনন, জেলা যুবদলের সহসভাপতি আনিসুর রহমান লাবলু, সাংগঠনিক সম্পাদক আসাদুল হক, জেলা জিয়া মঞ্চের সদস্য সচিব ও জেলা যুবদলের সদস্য মনিরুল ইসলাম মনিসহ জেলার বিভিন্ন ইউনিটের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

মুজিবনগরে বেগম খালেদা জিয়ার রোগ মুক্তি কামনায় দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত

মুজিবনগরে বেগম খালেদা জিয়ার রোগ মুক্তি কামনায় দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ শুক্রবার বিকেলে বল্লভপুর মুসলিমপাড়া বিএনপির আয়োজনে, যুবক্লাব প্রঙ্গনে এই দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

দোয়া মাহফিলে বাগোয়ান ইউনিয়নের ৬ নং ওয়ার্ড যুবদলের সভাপতি গোলাম জিলানী খান এর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, মেহেরপুর জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রশিদ।

বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, বিএনপি নেতা বাবলা মল্লিক, উপজেলা কৃষকদলের নেতা রমজান আলী, বিএনপি নেতা রহিত মোড়ল, জেলা ছাত্রদলের সভাপতি আকিব জাভেদ সেনজীর, কেদারগঞ্জ বাজার কমিটির সভাপতি আব্দুস সবুর, জেলা যুবদলের সহসভাপতি আব্দুল হামিদ, উপজেলা যুবদলের সিনিয়র সহসভাপতি, শফিকুল ইসলাম, তরুন উদিয়মান যুবনেতা আরবাজ খাঁন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে আব্দুর রশিদ বলেন, আওয়ামীফ্যাসীবাদী সরকারের দীর্ঘদিনের জুলুম নির্যাতন, হামলা মামলা সহ্য করে জেলা বিএনপি’র সভাপতি মাসুদ অরুনের নেতৃত্বে ধীরে ধীরে লৌহ ইস্পাত

কঠিন হয়েছে মেহেরপুর জেলা বিএনপি। জুলাই আগস্ট এ ছাত্র-জনতার মহা সংগ্রামের মধ্য দিয়ে মুক্তি পেয়েছে নির্যাতিত জাতি অজস্র বিএনপি ছাত্রদল যুবদল নেতা কর্মীদের রক্তঝরানো সংগ্রাম এবং পরিশেষে জুলাই আগস্ট এর ছাত্র জনতার মহা সংগ্রাম এবং বুকের তাজা রক্ত ফেলে দিয়ে এই দেশকে ফাঁসিবাদ মুক্ত করেছে। ওই হায়েনা শেখ হাসিনার হাত থেকে মুক্ত হয়েছে বাংলাদেশ মানুষ এখন মুক্ত বাসার বাতাসে প্রাণ ভরে নিঃশ্বাস নিচ্ছে। আজ এই মুসলিম পাড়া বিএনপির আয়োজিত এই সভায় আমরা প্রাণ ভরে দোয়া করি সেই মহান আল্লাহর কাছে বাংলাদেশের আপসহীন নেত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে যেন তাড়াতাড়ি সুস্থ করে দেন।

১৬ বছর ধরে নির্যাতিত সকল বিএনপি নেতা কর্মীদের একত্রিত হয়ে আগামীতে বিএনপির হাতকে শক্তিশালী করে বিএনপিকে ক্ষমতায় এনে সারা বাংলাদেশের মানুষকে একটি সুন্দর বাংলাদেশ উপহার দিতে হবে। এজন্য সমস্ত ভেদাভেদ ভুলে সকল বিএনপির নেতা কর্মীরা এক হয়ে কাজ করে যেতে হবে।

এ সময় তিনি জুলাই আগস্টে নিহত সকল ছাত্র-জনতার আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন এবং যারা আহত হয়েছেন তাদের দ্রুত রোগ মুক্তি কামনা করেন।